

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের প্রথম আই.সি.এস. । হিন্দুস্কুলে বরাবর মেধাবী ছাত্র হিসাবেই তাঁর পরিচিতি ছিল । অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ হয়েছিলেন তিনি । প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় তাঁর বিয়ে হয় এক পাড়াগাঁর মেয়ের সাথে । পাত্রীর নাম জ্ঞানদানন্দিনী । এত অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ । কিন্তু তাঁর কথাটাই তো সব নয় । তাই বড়দের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলেও, তিনি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলেন যে স্ত্রীকে তিনি উপযুক্ত করে গড়ে নেবেন । বিয়ের পরে স্বামীর নির্দেশে দেওর হেমেন্দ্রনাথের কাছে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করলেন জ্ঞানদানন্দিনী, তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিলেতে পড়াশোনা করছেন । সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে প্রায়ই চিঠি লিখে অনুপ্রেরণা দিতেন । জ্ঞানদানন্দিনীও স্বামীর নির্দেশ মতো শিক্ষাগ্রহণ করে ভারতীয় নারীর আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন । মহর্ষিপত্নী সারদাদেবী অবশ্য পুত্রবধূর এই ‘আধুনিকা’ হয়ে ওঠা একেবারেই পছন্দ করেননি । স্বামী বিদেশে চাকরী করলেও যখন স্ত্রীকে থাকতে হত শুশুরবাড়ির অন্তঃপুরে, তখন প্রায়ই মাতাঠাকুরানী পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিতেন ।

- ভারতের প্রথম আই.সি.এস. কে ছিলেন ?
- তাঁর স্ত্রী-র নাম কী ছিল ?
- তিনি বিয়ের পরে আবার কার কাছে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করলেন ?
- তাঁর এই পড়াশোনার সময়ে তাঁর স্বামী কোথায়, কী করছিলেন ?
- ‘অন্তঃপুর’ বা ‘শিক্ষাগ্রহণ’ শব্দ দিয়ে একটি বাক্য লেখ ।